কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি সংশোধনমূলক এক্তিয়ার

আপিল পক্ষ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় বিচারক অজয় কুমার মুখার্জি

২০১৬ সালের সি. ও. ৩৫২০

প্রদীপ মেহতা

বনাম

কর্নেল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত) যেহেতু মারা গেছেন, প্রতিনিধি সুস্মিতা ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা।

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী দেবাশীষ দে
	সুশ্রী দেবাঞ্জন দে
বিপরীত পক্ষের জন্য	: শ্রী চায়ন গুপ্ত
	শ্রী রাজর্ষি গাঙ্গুলি
শুনেছেন	: ০৬.১০.২০২৩
বিচার	: ১২.১০.২০২৩

বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি

১) এটি ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন, যা ৮ আগস্ট, ২০১৬ তারিখের আপত্তিকর রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে। দেওয়ানী বিচারক (বরিষ্ঠ বিভাগ) ৮ম আদালত, আলিপুর কর্তৃক ২০১৩ সালের বিবিধ মামলা নং ১-এ, যা ২০১১ সালের ১৫৪৩০ নং টাইটেল মামলা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। আবেদনকারীর সংক্ষেপে মামলাটি হল যে, এখানে বিপরীত পক্ষ নিজেদেরকে মামলার সম্পত্তির মালিক দাবি করে, মামলার সম্পত্তির বিষয়ে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করেছে। আবেদনকারী এখানে লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মামলার বাদী নং ১ এর বিচারাধীন থাকাকালীন ৩০শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে মৃত্যু হয়। আবেদনকারী/বিবাদীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে নির্ধারিত সীমার মধ্যে মৃত বাদীর ১ নং এর আইনি উত্তরাধিকারীদের প্রতিস্থাপনের জন্য বাদী নং ২ এর পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এবং ফলস্বরূপ, মামলাটি ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে বাদীর ১ নং এর বিরুদ্ধে বাতিল করা হয়।

২) এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, ২০১৩ সালের ৮ই জানুয়ারি মৃত বাদী নং ১-এর আইনি উত্তরাধিকারীরা দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৫১-এর সঙ্গে পাঠ করা আদেশ XXI। বিধি ৯ (২)-এর অধীনে নিম্নোক্ত আদালতে মৃত মূল বাদী নং ১-এর ক্ষেত্রে প্ররোচনার আদেশ বাতিল করার জন্য এবং মূল বাদী নং ১-এর জায়গায় আবেদনকারীদের আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন। উক্ত আবেদনের পাশাপাশি আবেদনকারীরা উপরোক্ত আবেদন করতে বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদনও করেছিলেন। আবেদনকারী এখানে উল্লিখিত দুটি আবেদনের বিরুদ্ধে হলফনামা দাখিল করেছিলেন এবং উক্ত আইনি উত্তরাধিকারীরাও উত্তরে তাদের হলফনামা দাখিল করেছিলেন।নীচের বিজ্ঞ আদালত উক্ত আবেদনের অনুমতি দিয়েছে।

৩) আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত মাননীয় আইনজীবী শ্রী দেবাসিস দে বলেছেন যে বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য উক্ত আবেদনে এবং হ্রাস বাতিল করার আবেদনে অনেক অসঙ্গতি ও ঘাটতি রয়েছে তবে নীচের আদালত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনও বিচারের অভাবে বিবিধ মামলার আবেদনের বাইরে গিয়ে উক্ত আবেদনটিকে অনুমতি দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, নীচের আদালত আবেদনকারীর বিলম্ব এবং বাধা যথার্থ এবং অনিচ্ছাকৃত বলে মনে করে ভুল করেছে, কিন্তু সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৫-এ উল্লিখিত "পর্যাপ্ত কারণ"-কে তখনই উদারভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যখন বিলম্ব কোনও বিলম্বিত কৌশল, যথার্থতার অভাব, ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে অবহেলা বা আবেদনকারীর অবহেলার কারণে না হয়। পিটিশনারের আইনজীবী আরও দাবি করেন যে যদিও উভয় বাদী একই বাড়িতে থাকেন, যেমনটি মামলার কারণ শিরোনাম থেকে স্পষ্ট, বিপরীত পক্ষ/বাদী নং ২ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। মৃত বাদী নং ১ -এর আইনী উত্তরাধিকারীর প্রতিস্থাপনের কারণ এবং কেন তিনি কারণের জন্য পদক্ষেপ নেননি তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। মৃত বাদী নং ১ -এর আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রতিস্থাপন, যদিও তিনি স্বীকার করেই জুন ২০১২ সালে তার আইনজীবীর কাছ থেকে আইনি পরামর্শ নিয়েছিলেন।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী দ্বারা এখানে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর খারাপ এবং অবহেলা আচরণকে আড়াল করার জন্য যে বিশদ গল্পটি বলা হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ মৃত ব্যক্তির মেয়েরা প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদন দায়ের করতে যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন।নীচের বিজ্ঞ আদালত ভুলভাবে বলেছিল যে আবেদনকারীরা যখন ১০২ দিনের জন্য বিলম্বের ক্ষমা চেয়েছিলেন তখন তিন মাস বিলম্ব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে নীচের বিজ্ঞ আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে মৃত ব্যক্তির আইনী উত্তরাধিকারীদের এবং ২ নং বিপরীত পক্ষের মধ্যে সক্রিয় যোগসূত্র রয়েছে এবং তাই নীচের আদালতের বিলম্বের ক্ষমা করার আদেশ এবং/অথবা প্রার্থনা বাতিল করার জন্য আবেদনে বর্ণিত কারণের উপর নির্ভর করা উচিত ছিল না এবং তার আবেদন খারিজ করা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছিলেনঃ-

(i) শান্তি দেবী এবং অন্যান্য বনাম কৌশালিয়া দেবী, (২০১৬) ১৬ এসসিসি ৫৬৫।

(ii) পেরুমন ভগবতী দেওয়াস্বোম বনাম ভার্গবী আম্মা (মৃত) এলআর এস দ্বারা., (২০০৮) ৮ এস. সি. সি ৩২১.

(iii) বলবন্ত সিং বনাম জগদীশ সিং এবং অন্যরা এ. আই. আর ২০১০ সুপ্রিম কোর্ট ৩০৪৩

৪) শ্রী চয়ন গুপ্ত বিদ্বেষী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হওয়া আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাদীর পর্যবেক্ষণে এটি প্রতীয়মান হবে যে মামলাটি বাদী নং ১ এবং ২ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল এবং অনুচ্ছেদ নং ১ -এ এটি করা হয়েছে। বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে উভয় বাদীই মামলার সহ-মালিক সম্পত্তি।

তিনি আরও বলেছেন যে এটি নিষ্পত্তি হওয়া আইন যে কোনও সহ-মালিক ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন যে যেহেতু বাদী নং ১ এবং ২ অনুচ্ছেদে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে উভয় বাদীই মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে সহ-মালিক বাদী নং ১-এর মৃত্যুর সময় জীবিত ছিলেন, মামলা দায়েরের সম্পূর্ণ অধিকার টিকে থাকে এবং মামলাটি সামগ্রিকভাবে বাতিল করা যায় না, তবে বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে মামলাটি তার মূল ফাইলে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, যেন পুরো মামলাটি বাতিল করা হয়েছে এবং বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে তিনি এটিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, যা সত্য নয়। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ৩০শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে, বাদী নং ১ মারা যান এবং ২০১২ সালের মে মাসে পরিবারটি শোকের মধ্যে ছিল। ২০১২ সালের জুন মাসে, বাদী নং ১ এর উত্তরাধিকারীরা বাদী নং ২ এর সাথে দেখা করেন এবং তার সাথে পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তারপর বাদী নং ২ তাদের আইনজীবীর সাথে দেখা করেন যিনি তাদের পরামর্শ দেন যে প্রতিস্থাপনের জন্য একটি আবেদন দাখিল করতে হবে। কিন্তু ২০১২ সালের অক্টোবরে দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৫১-এর সঙ্গে পঠিত আদেশ XXII বিধি ৯ (২)-এর অধীনে আবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু পূজা ছুটি শুরু হওয়ার আগে তা যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন করা যায়নি। এরপর আবেদনটি চূড়ান্ত করা হয় এবং ২০১২ সালের ডিসেম্বরে দাখিলের জন্য প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু আদালতের শীতকালীন ছুটি শুরু হয়। এরপর ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে আদেশ XXII বিধি ৯ (২)-এর অধীনে আদালতে আবেদন দায়ের করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১০২ দিনের বিলম্ব হয়েছিল এবং এখানে বিরোধী পক্ষগুলির পক্ষ থেকে সময়মতো উক্ত আবেদনটি করার ক্ষেত্রে কোনও ইচ্ছাকৃত বা অবহেলা করা হয়নি এবং সেই কারণে পর্যাপ্ত কারণ তাদের আবেদনটি দায়ের করতে বাধা দিয়েছিল। উভয় পক্ষের কথা শোনার পরে এবং তাদের বলা বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে, নীচের আদালতটি আদেশ জারি করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল যা হস্তক্ষেপের জন্য আহ্বান করে না।

৫) আদেশটি পর্যালোচনার পর মনে হয় যে, নীচের আদালত আবেদনকারীর বক্তব্য নথিভুক্ত করেছে যে, মৃত বাদী নং ১ প্রকৃতপক্ষে মামলাটির দেখাশোনা করতেন এবং বিরোধী পক্ষ নং ২ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর হঠাৎ অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েন এবং আবেদনকারীর অসুস্থতার কারণে তিনি সময়মতো আবেদন দাখিল করতে পারেননি এবং প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারীরা গুরুতর শোকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং মধ্যবর্তী সময়ে পূজা ছুটিও ছিল এবং যার জন্য সময়মতো বিবিধ মামলা দায়ের করা যায়নি। নীচের আদালতও এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে এবং ২০১৪ (২) সিএইচএন (কলকাতা) ৭৬-এ প্রতিবেদন দেয় এবং পর্যবেক্ষণ করে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারায় উপস্থিত "পর্যাপ্ত কারণ" শব্দটি একটি উদার গঠন গ্রহণ করা উচিত। মামলার পুরো দিকটি বিবেচনা করে, নীচের আদালত সন্তুষ্ট হয়েছিল যে আবেদনকারী/বাদী সময়মতো পূর্বোক্ত আবেদনটি দাখিল না করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কারণে বাধা পেয়েছিলেন এবং তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বিলম্ব এবং/অথবা আটকে রাখা সঠিক এবং অনিচ্ছাকৃত এবং তাই তিনি বিবিধ মামলা দায়ের করতে বিলম্বকে ক্ষমা করেছেন এবং আরও সন্তুষ্ট হয়ে মোট খরচ ৪, ০০০/- টাকা আরোপ করে হ্রাসের আদেশটি বাতিল করা হয়েছে।

৬) আমি উভয় পক্ষের বলা বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি।

৭) এটি বিতর্কিত নয়, যখন বাদী নং ১ মারা যান বাদী নং ২ নথিতে ছিলেন এবং এই জাতীয় মামলা সামগ্রিকভাবে হ্রাস করা যায় না। এটি আরও কারণ এটি মামলা সম্পত্তি থেকে বিবাদীর উচ্ছেদের জন্য একটি মামলা এবং তাই মামলা সম্পত্তির যে কোনও সহ-অংশীদার মামলাটি স্থাপন করতে এবং চালিয়ে যেতে পারে যদি না অন্য সহ-অংশীদার আপত্তি করে। আরও দেখা যাচ্ছে যে, মওকুফ বাতিলের আবেদন দাখিল করতে ১০০ দিনেরও বেশি বিলম্ব হয়েছিল এবং যার জন্য বিলম্ব মওকুফের জন্য একটি আবেদনও দাখিল করা হয়েছিল, যা নিম্ন আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।

৮) এটি একটি সাধারণ আইন যে আদেশ XXII দেওয়ানি কার্যবিধির বিধানগুলি শাস্তিমূলক প্রকৃতির নয় এবং বিধানগুলি মূলত পদ্ধতিগত এবং এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে আইনের পদ্ধতিগত দিকগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে পক্ষগুলির যথেষ্ট অধিকারকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতির দ্বারা পরাজিত করা যায় না। শীতল প্রসাদ সাক্সেনা (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (১৯৮৫) ১ এস. সি. সি ১৬৩-তে রিপোর্ট করেছেন, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে আদেশ XXII দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে পদ্ধতির নিয়মগুলি ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে ত্রুটিপূর্ণ পক্ষগুলিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের শাস্তিমূলক মূর্তি না করা হয়।পর্যাপ্ত কারণে, মৃত পক্ষের আইনী প্রতিনিধিদের রেকর্ডে আনতে বিলম্বকে ক্ষমা করা উচিত। পদ্ধতিটি কেবল ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে সহজতর করার জন্য এবং এটিকে পরাজিত করার জন্য নয়।

৯) আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী কঠোরভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীর বিলম্ব এবং বাধা ইচ্ছাকৃত যা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে উভয় বাদী একই বাড়িতে থাকতেন যা কারণ শিরোনাম থেকে স্পষ্ট এবং বিরোধী পক্ষ নং ২ কেন বিকল্পের জন্য পদক্ষেপ নেয়নি তার কোনও ব্যাখ্যা নেই যখন তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি জুন ২০১২ সালে তাঁর আইনজীবীর কাছ থেকে আইনি পরামর্শ নিয়েছিলেন। এমন তর্কবিতর্ক করে প্রতিপক্ষ দলটি বিতর্কিত হয়েছে পরিবারটি জুন, ২০১২ পর্যন্ত শোকের মধ্যে ছিল এবং তারপরে তিনি তার আইনজীবীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু পূজা হিসাবে আবেদন করা যায়নি ছুটি এবং তারপরে শীতকালীন অবকাশ এর মধ্যেই বিঘ্নিত এবং দরখাস্তকারীর আরও মামলা হল যে এখানে ১০২ দিন দেরি করার জন্য বিপরীত পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও ইচ্ছাকৃত ছিদ্র বা অবহেলা নেই, উল্লিখিত আবেদন অগ্রাধিকার দিন.আবেদনকারীর আরও মামলা হল যে কোনও ইচ্ছাকৃত ল্যাচ বা নেই।

১০) *এন. বালাকৃষ্ণন বনাম এন. কৃষ্ণমূর্তি মামলায়* (১৯৯৮) ৭ নং এস. সি. সি ১২৩ শীর্ষ আদালত ১১,১২,১৩ অনুচ্ছেদে ' ' হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। নিম্নরূপঃ-

" ১১) সীমাবদ্ধতার নিয়মগুলি পক্ষগুলির অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হল দলগুলি যাতে বিলম্বিত কৌশল অবলম্বন না করে, তবে অবিলম্বে তাদের প্রতিকার চায়। আইনি ক্ষতির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি মেরামতের জন্য একটি আইনি প্রতিকার প্রদানের উদ্দেশ্য। সীমাবদ্ধতার আইন এইভাবে ভোগ করা আইনি ক্ষতির প্রতিকারের জন্য এই ধরনের আইনি প্রতিকারের জন্য একটি জীবনকাল নির্ধারণ করে। সময় মূল্যবান এবং সময় নষ্ট কখনই পুনর্বিবেচনা করবে না। সময়ের প্রবাহের সময়, নতুন কারণগুলি উত্থিত হবে যার জন্য নতুন ব্যক্তিদের আদালতে গিয়ে আইনি প্রতিকার চাইতে হবে। তাই প্রতিটি প্রতিকারের জন্য একটি জীবনকাল নির্ধারণ করতে হবে।প্রতিকার চালু করার জন্য অবিরাম সময়কাল অবিরাম অনিশ্চয়তা এবং ফলস্বরূপ নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এইভাবে সীমাবদ্ধতার আইনটি জননীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি সর্বাধিক সুদের পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (এটি সাধারণ কল্যাণের জন্য যে একটি সময়কাল মামলা মোকদ্দমায় রাখা উচিত)। সীমাবদ্ধতার নিয়মগুলি পক্ষগুলির অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য নয়। তারা দেখতে চায় যে পক্ষগুলি বিলম্বিত কৌশল অবলম্বন করে না বরং দ্রুত তাদের প্রতিকার চায়। ধারণাটি হল যে প্রতিটি আইনি প্রতিকার অবশ্যই আইনীভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জীবিত রাখতে হবে।

১২) একটি আদালত জানে যে বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করার ফলে কোনও আবেদনকারীকে তার কারণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত রাখা হবে। এমন কোনও অনুমান নেই যে আদালতে যেতে বিলম্ব করা সবসময় ইচ্ছাকৃত। এই আদালত বলেছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অধীনে "পর্যাপ্ত কারণ" শব্দগুলি একটি উদার গঠন গ্রহণ করা উচিত যাতে শকুংতলা দেবী জৈন বনাম কুন্তল কুমারী [এআইআর ১৯৬৯ এসসি ৫৭৫: (১৯৬৯) ১ এসসিআর ১০০৬/এবং ডাব্লুবি বনাম প্রশাসক, হাওড়া পৌরসভা [(১৯৭২) ১ এসসিসি ৩৬৬: এআইআর ১৯৭২ এসসি ৭৪৯] দ্বারা যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য।

১৩) এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বিলম্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মামলাকারীর পক্ষ থেকে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা এবং তার বিরুদ্ধে দ্বার বন্ধ করার জন্য এটিই যথেষ্ট নয়। যদি ব্যাখ্যাটি দুর্বোধ্য না হয় বা এটি একটি বিলম্বিত কৌশলের অংশ হিসাবে উপস্থাপন না করা হয়, তবে আদালতকে অবশ্যই আবেদনকারীর প্রতি সর্বাধিক বিবেচনা দেখাতে হবে। তবে যখন মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে পক্ষটি ইচ্ছাকৃতভাবে সময় অর্জনের জন্য বিলম্ব করেছিল, তখন আদালতকে ব্যাখ্যা গ্রহণের বিরুদ্ধে ঝুঁকতে হবে। বিলম্বকে ক্ষমা করার সময়, আদালতকে বিপরীত পক্ষকে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তিনি একজন পরাজিত ব্যক্তি এবং তিনিও বেশ বড় মামলা মোকদ্দমা ব্যয় করতেন।"

১১) *রামনাথ সাও বনাম গোবর্ধন সাও এবং অন্যান্যদের* (২০০২) ৩ এস. সি. সি ১৯৫-তে উল্লিখিত এন. বালাকৃষ্ণনের (উপরে) উপরোক্ত রায়ের উপর নির্ভর করে। সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিব্যক্তিটি "যথেষ্ট কারণ" সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ -এর অর্থের মধ্যে বা কোডের আদেশ XXII বিধি ৯-এর অধীনে বা অন্য কোন অনুরূপ বিধান একটি উদার প্রাপ্ত করা উচিত নির্মাণ যাতে যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতি হয় যখন কোন অবহেলা বা কর্মে বা অপ্রয়োজনীয়তা একটি পক্ষের জন্য অনুপযুক্ত হয় না।

পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্বের জন্য প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোনও স্ট্রেটজ্যাকেট সূত্র থাকতে পারে না। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে আদালতকে দেখানো কারণের সাথে ত্রুটি খুঁজে বের করার প্রবণতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয় এবং নিষ্পত্তি অভিযানের অতিরিক্ত বিচ্যুতি করে একটি স্লিপশোড আদেশ দ্বারা আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

১২) বর্তমান প্রেক্ষাপটে নীচের আদালত বিলম্বের ক্ষমা এবং বিবিধ বিষয়ে হ্রাসের আদেশ বাতিল করার জন্য আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করার সময়। আদেশ XXI। বিধি ৯-এর অধীনে দায়ের করা মামলাটি বিবেচনা করে পর্যবেক্ষণ করেছে যে মামলার পুরো দিকটি বিবেচনা করে তিনি সন্তুষ্ট যে আবেদনকারীদের তাদের প্রতিস্থাপনের আবেদন দায়ের করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কারণে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বিলম্ব বা দেরী সরল বিশ্বাসে এবং অনিচ্ছাকৃত, যা নীচের আদালতকে বিলম্বকে ক্ষমা করতে এবং হ্রাসের আদেশটি বাতিল করতে প্ররোচিত করেছিল।

১৩) নীচের আদালতের এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে ন্যায়বিচারের কোনও গুরুতর বা প্রকাশ্য ব্যর্থতা ঘটেনি বা বিতর্কিত আদেশ পাস করার সময় নীচের আদালত দ্বারা কোনও অবৈধতা বা বিকৃতি ঘটেনি। হাইকোর্ট ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাধারণত নীচের আদালতগুলি দ্বারা পাস করা আদেশে লিপ্ততা দেখায় যাতে কেবল এই জাতীয় আদালতগুলিকে তাদের কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে রাখা যায়, যার উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা হয় যে এই জাতীয় আদালতগুলি তাদের উপর ন্যস্ত এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ করে। এটি সত্য যে ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী আইন, ১৯৯৯) দ্বারা কোডের ১১৫ ধারার পরিধি হ্রাস করা হয়েছে তবে এর অর্থ এই নয় যে এই ধরনের কারণে হ্রাস, অনুচ্ছেদ ২২৭- এর অধীনে হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রসারিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২২৭-এর অধীনে এক্তিয়ার বিশাল এবং তা পরিমিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এটি এখতিয়ারের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তথ্যগুলির বিশুদ্ধ ফলাফলগুলিকে বিপর্যস্ত করার জন্য নয়, যা কেবল একটি আপিল আদালতের ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে। যেহেতু আমি অভিযুক্ত আদেশে কোনও অবৈধতা, অযৌক্তিকতা বা পদ্ধতিগত অযোগ্যতা খুঁজে পাই না, তাই আমার কাছে এই সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই যে বর্তমান আবেদনটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

১৪) উপরের সি. ও.-এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩৫২০ বাতিল করা হয়েছে।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার জন্য পক্ষগুলিকে ।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly